



130708 - দুই মসজদি কাছাকাছ; দ্বিতীয়টতে মুসল্লি কম বা নাই বললে চলবে; এমতাবস্থায় কোন মসজদি নামায পড়বনে?

প্রশ্ন

আমাদের এলাকাতে কাছাকাছ দুটো মসজদি রয়েছে। একটি মসজদি মুসল্লিতে ভরপুর। অপরটতে মুসল্লি নাই; এমন কি কখনও কখনও সেই মসজদি খোলা হয় না। এমতাবস্থায় কোনটতে নামায পড়া উত্তম: যবে মসজদি মুসল্লি ভরপুর; নাকি দ্বিতীয় মসজদিটকে আবাদ করা? দ্বিতীয়ত: বারাকাল্লাহু ফকি; যবে মসজদিটি মুসল্লিতে ভরপুর সেই মসজদিরে ইমাম সুন্নাহর পাবন্দা নন। তিনি টাকনুর নীচে কাপড় পরনে। তিনি সুন্নাহকে গুরুত্ব দনে না। পক্ষান্তরে, অন্য মসজদিরে ইমাম সাখানুযায়ী এক রকম সুন্নাহর অনুসারী। আশা করব আপনারা বিষয়টি পরিস্কার করবনে যবে, কোন মসজদিটতে নামায পড়া উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মসজদিরে বসিতার ও মসজদি বাড়া; এমনকি সটো এক মহল্লায় হলও এটি কল্যাণরে আলামত। এটি মানুষকে আল্লাহর ঘরে নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু তারপরও আমরা কিছু বিষয়ে সতর্ক করছি:

১। মসজদিগুলো যনে অতি বেশি কাছাকাছ স্থানে নির্মাণ করা না হয়; যাতবে করে এটি মুসলমানদেরকে বিভিদে-বিচ্ছদেরে দকি ধাবতি না করে। হতে পারে এ মসজদিগুলো নির্মাণে কিছু অপব্যয় হবে, বাহাদুরি হবে এবং মুসল্লি না থাকার কারণে কোন কোনটটি কখনও কখনও বন্ধ থাকতে পারে।

২। উভয়টতে জুমার নামায আদায় না করা। বরং উভয়টির মধ্যে যটো অপেক্ষাকৃত বড় সটেতে জুমার নামায আদায় করা; যাতবে করে মুসল্লিরা সবাই এক মসজদিতে একত্রতি হতে পারে।

৩। যবে স্থানগুলোতে আদটো মসজদি নাই সখোনে মসজদি নির্মাণ করা; যখনে মসজদি আছে কিন্তু মুসল্লিদেরে স্থান সংকুলান হয় না সখোনে মসজদি নির্মাণ করার চয়ে উত্তম।

দুই:



আপনি যি পরিস্থিতি উল্লেখ করছেন সেগুলোর আলোকে আমরা মনে করি প্রথম মসজিদে নামায পড়াই উত্তম; নমিনোক্ত কারণে:

১. মুসল্লিরা সবাই এক মসজিদে একত্রিত হওয়া; এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি বাস্তবায়িত হবে ও সম্পর্ক বাড়বে। তারা তাদের মধ্যে কে অসুস্থ জানতে পারবে এবং তাকে দেখতে যতে পারবে। যে দরদির তাকে সাহায্য করতে পারবে। যে মারা গেছে তার জানাযার নামায পড়তে পারবে এবং তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে পারবে।

২. যাই মসজিদে এলাকার সব মানুষ নামায পড়ে; এটি তাদেরকে তালীম দায়ো ও ওয়াজ করার জন্য সহায়ক; তারা যদি একাধিক স্থানে বক্ষিত হয়ে থাকে সেটো থেকে। কনেনা কনেন আলমে তাদেরকে শিক্ষা দিতে এলে, কনেন ওয়াজে তাদেরকে ওয়াজ করতে এলে; মানুষ যদি সবাই এক স্থানে একত্রিত হয় তাহলে কল্যাণ ও উপকার তাদের সকলেরে কাছই পৌঁছে।

৩। নামাযের জামাতে মুসল্লির সংখ্যা যত বেশি হবে সেটি আল্লাহর কাছে তত বেশি প্রিয়।

উবাই বনি কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় কনেন ব্যক্তির অন্য একজনরে সাথে নামায আদায় করা একা নামায আদায় করার চেয়ে অধিক সওয়াবপূর্ণ এবং অন্য দুই জনরে সাথে নামায আদায় করা একজনরে সাথে নামায আদায় করার চেয়ে অধিক সওয়াবপূর্ণ। যত বেশি সংখ্যা হবে তত বেশি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়।” [সুনানে আবু দাউদ (৫৫৪), সুনানে নাসাঈ (৮৪৩); আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’-এ হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালাহে আল-উছাইমীন বলেন:

“যদি ধরে নেয়া হোক: এমন দুটি মসজিদ আছে যে দুটির একটাত্তে অন্যটির চেয়ে অধিক মুসল্লি হয়; সক্ষেত্রে উত্তম হলো অধিক সংখ্যকরে মসজিদটিতে যাওয়া। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় কনেন ব্যক্তির অন্য একজনরে সাথে নামায আদায় করা একা নামায আদায় করার চেয়ে অধিক সওয়াবপূর্ণ।”।

এটি সাধারণ। তাই যদি এমন দুইটি মসজিদ থাকে একটিতে অন্যটির তুলনায় মানুষ বেশি হয় তাহলে উত্তম হলো: বেশি মানুষরে মসজিদে নামায আদায় করা। [সমাপ্ত] [আস-শারহুল মুমত আলি যাদলি মুসতানক্বি (৪/১৫০, ১৫১)]

শাইখ আরও বলেন:

“যে ব্যক্তি সীমানাবর্তী নয় তার জন্য এমন মসজিদে নামায পড়া উত্তম যখনে সে উপস্থিত হলে জামাত অনুষ্ঠিত হয়; আর সে উপস্থিত না হলে জামাত অনুষ্ঠিত হয় না। এর উদাহরণ হচ্ছে: যদি এমন কনেন মসজিদ থাকে যখনে লোকেরো নামায আদায় করে; তবে সেখনে এমন একজন লোক আছে যনি হাযরি হলে ইমাম হন এবং জামাত অনুষ্ঠিত হয়। আর তিনি উপস্থিত



না হলে লোকেরো বর্ধিত হয়ে যায়; এই লোকেরে জন্য মসজিদকে আবাদ করার নমিত্তে এই মসজিদে নামায পড়া উত্তম।
কেননা তিনি হযরী না হলে মসজিদ বরান হয়ে পড়ে। মসজিদ বরান হওয়া অনুচিত। এই লোকেরে এই মসজিদে নামায পড়া
অনকে মানুষ যাই মসজিদে নামায পড়ে সেখানে নামায পড়ার চয়ে উত্তম।

তবে একটা শরত প্রযোজ্য আর হলো: মসজিদটি অধিক মুসল্লি সমাগমেরে মসজিদে কাছাকাছ না হওয়া। কেননা বলা হতে
পারে: সকল মুসলমান এক মসজিদে একত্রতি হওয়াই উত্তম এবং বচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ার চয়ে এটাই উত্তম। যদি ধরে
নয়ো হয় যে, এই মসজিদ পুরাতন; এখানে পাঁচজন বা দশজন মুসল্লি হাজরি হয়। এর পার্শ্ববে আরকেটা মসজিদে অনকে মানুষ
হাজরি হয়। এবং পুরাতন মসজিদে মুসল্লিদেরে উপর ঐ মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয় না; তাহলে তারা অন্য মসজিদটিতে যাবে।
এবং কটে হয়তো এটাও বলতে পারনে যে, নশ্চয় কর্তব্য হলো অপর মসজিদটির সাথে যুক্ত করে সবাই মিলে সেখানে
একত্রতি হওয়া। কেননা মানুষ যত বেশিত উত্তম।”[সমাপ্ত][আল-শারহুল মুমতী (৪/১৫০)]

আপনাদেরে কর্তব্য এই ইমামকে নসহিত করতে থাকা। আশা করি আল্লাহ্ তাকে সুন্নাহ অনুসরণেরে ও সুন্নাহর প্রত্যাগ্রহী
হওয়ার তাওফিক দবিনে।

সবশেষে... যে মসজিদে মুসল্লি সংখ্যা কম সেই মসজিদে আপনাদেরকে নামায পড়ার ফতোয়া দয়েরে আমাদেরে সুযোগ থাকত
যদি সেই মসজিদবাসী সুন্নাহকে অপছন্দ করা, সুন্নাহর বর্ধিত ও সুন্নাহপন্থীদেরে বর্ধিত লড়াই করা জন্য পরচিত হত
এবং আপনারা তাদেরকে উপদেশে দয়েরে দায়িত্ব পালন করে কোন ফলাফল না পতেনে।

এমনটা হলে এই মসজিদে আপনারা নামায আদায় করা, সুন্নাহ প্রত্যাগ্রহী করা এবং মানুষকে সুন্নাহ শর্ধিতা দয়ো উত্তম; এতে
কোন সন্দেহে নই।

কিন্তু যহেতে বর্ধিত এই পর্যায়ে পৌঁছে নাই; সুতরাং আমরা মনে করি যে, আপনারা সকলে এক মসজিদে একত্রতি হবনে।

আমরা আল্লাহর কাছে আপনাদেরে জন্য তাওফিক ও হদোয়তেরে দয়ো করছি।

আল্লাহই সর্ববর্ধিত।